অধ্যাপক বিনয় পাল
কান্দী, মুর্শিদাবাদ

সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি উৎসব

কান্দী রাজ কলেজ

১লা, ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর ২০০০

কান্দী, মুর্শিদাবাদ

অধ্যাপক বিনয় [illegible] (Physics)
কান্দি রাজ কলেজ
~~03484257319~~ (Phone No)
9474746218
(Mobile Phone Number)

কান্দি রাজ কলেজ
সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরনিকা

।। ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০০ ।।

প্রচ্ছদে
অশোক পাত্র
কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

মুদ্রণে
মেসার্স বিদ্যুৎ প্রেস
কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
দূরাভাষ :: ৫৫ ৫০৫

প্রকাশনায়
কান্দিরাজ কলেজ
কান্দি, মুর্শিদাবাদ
পিন - ৭৪২ ১৩৭
দূরাভাষ :: ৫৫ ২৩০
০৩ ৪৮৪

NEERA SAGGI, IAS
Secretary to the
Governor of West Bengal

RAJ BHAVAN
Calcutta - 700 062
Telephone No. : 220-1641, Extn. 220
: 221-0707 (Direct)
Fax No. : 210-2444
E. Mail : Governor @ WB. NIC. IN

No. 4710-G

Dated 22 August 2000

His Excellency, Shri Viren J Shah, the Governor of West bengal is glad to learn that Kandi Raj College is celebrating its year-long Golden Jubilee.

His Excellency hopes that the college will continue to live up to its glorious tradition and prepare its students to meet the challenges of the new millennium.

His Excellency conveys his best wishes for the success of the Golden Jubilee Celebration.

nsaggi 22/8/00
(N. Saggi)

Shri Anagha Sanyal
Principal,
Kandi Raj College,
P.O.: Kandi,
Dist. Murshidabad.

CHIEF MINISTER
WEST BENGAL

सत्यमेव जयते

No, 190-P/CM.
August 22, 2000.

I am glad to know that Kandi Raj College will Celebrate its Golden Jubilee on 4.9.2000.

I send my good wishes on this occasion.

Jyoti Basu

(Jyoti Basu)

সত্যমেব জয়তে

সত্যসাধন চক্রবর্ত্তী

মন্ত্রী
উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, বিধান নগর
কলিকাতা-৭০০ ০৯১

নং- ৭২৮,ই,উঃশি,উঃশি/৪-২৫/২০০০,

তারিখ ১৮/৫/২০০০

শুভেচ্ছা

মুর্শিদাবাদ জেলার উচ্চশিক্ষার সার্বিক বিস্তারে অগ্রণী কান্দি রাজ কলেজের বর্ষ ব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি "স্মরণিকা" প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ।

সত্যসাধন চক্রবর্ত্তী
(সত্যসাধন চক্রবর্ত্তী)

অধ্যক্ষ
কান্দি রাজ কলেজ,
পোঃ কান্দি,
মুর্শিদাবাদ

PROFESSOR PABITRA SARKAR
VICE-CHAIRMAN

25 August, 2000

Dr. Anagha Sanyal
Principal
Kandi Raj College
P.O. KANDI. [Murshidabad]
West Bengal.

Dear Dr. Sanyal,

I am glad to know that Kandi Raj College has now completed the first half-century of its existence and stepped into its second. Although the College was first founded and later appropriately supported by the Rajas of Kandi, the society at large has been the major force that nurtured it, and contributed richly to its growth. I congratulate all who have been behind the high achievements that the College has been able to show for itself.

Celebrations are, therefore, quite in order. It, however, is also a time for stock-taking, to have a searching look at the past of the College to chart what it has been able to do, and what it could not accomplish. The reasons for its possible non-performance in certain areas must be sought out, so that past errors or lack of initiative is not repeated in future. A judicious plan for the next half-century and beyond must also be chalked out at this point. That will help the Institution to grow and develop, both by consolidating and expanding its resources as well as opportunities, in a continuous and unhampered manner.

I wish all success to your celebrations and developmental drives.

Thank you.

Sincerely yours,

Pabitra Sarkar.

WEST BENGAL STATE COUNCIL OF HIGHER EDUCATION
147-A, Rashbehari Avenue Calcutta 700029 Phone : 466-0209(O) 462-3577(R)

Prof. Asis Kumar Banerjee
VICE-CHANCELLOR

Telephone Nos. : 241-3288
241-0071
241-4984

Fax No. : 91-33-241-3222

SENATE HOUSE
CALCUTTA-700 073

August 25, 2000

I am happy to learn that the authorities of the Kandi Raj College have completed the year-long programme of Golden Jubilee celebration of the college in a befitting manner.

The college has been engaged in rendering excellent service to the cause of collegiate education during the fifty years of its existence. I hope the souvenir which will be published on the occasion will highlight the activities of the college.

I send my good wishes to all concerned who are associated with the year-long Golden Jubilee Celebration and the publication of the souvenir.

A. K Banerjee

(Asis Kumar Banerjee)

Mr. Anagha Sanyal
Principal,
Kandi Raj College
P.O. Kandi
Dist. Murshidabad

DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION, West Bengal
&
SECRETARY, EDUCATION DEPARTMENT (Ex-Officio)
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
BIKASH BHAVAN, SALT LAKE, CALCUTTA-91

শিক্ষা-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ ও
শিক্ষা সচিব, শিক্ষা বিভাগ (পদাধিকারবলে)
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, সল্ট লেক, কলিকাতা-৭০০ ০৯১

D. O. No.....................

Dated.............................

আধা-সরকারি, পত্র নং..............................

তারিখ ২৫–০৮–২০০০

কান্দী রাজ কলেজ এর ঐতিহ্যশালী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হতে চলেছে জেনে পরম প্রীতি লাভ করেছি। এই অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার এবং সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা সে পালন করেছে তা অবশ্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী পূর্তি উৎসব সার্থক হোক সর্বান্তঃকরণে এই কামনা করি।

পীযূষ কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়
(ড. পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়)

ড. অমর সান্যাল
অধ্যক্ষ
ও
সভাপতি
সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব কমিটি

Dr. Sutanu Bhattacharya
Ph.D., AICWA, MORSI
Joint Secretary & In-charge

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
EASTERN REGIONAL OFFICE
LB-8, Sector-III, Salt Lake, Calcutta 700 098
Phone : (033) 335 4767
Fax : (033) 335 0586

University Grants Commission
By Speed Post

D.O.No.F.Misc.-2/99(ERO) August 18, 2000

Dear Prof. Sanyal,

I am happy to learn that Kandi Raj College is celebrating its Golden Jubilee, that too when we are celebrating entry into the new millennium. So the spirit of celebrations is now all pervading and knowingly or unknowingly so many will be one with you in spirit. I hope, the next fifty years will see the college progress, keep up with the fast changing educational scenario, where Geographical barriers do not come in the way and there is access unlimited through the World Wide Web. And as time for the Centenary celebrations come around, there may be many things for the college to be proud of.

Right now, I wish the Golden Jubilee celebrations a big success.

With regards,

Yours sincerely,

(S. Bhattacharya)

Prof. Anagha Sanyal,
Principal,
Kandi Raj College,
P.O. Kandi,
Murshidabad,
WEST BENGAL.

Hirak Ghosh, IAS
Principal Secretary
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
Government of West Bengal
Bikash Bhawan, Salt Lake, Calcutta-91
Telephone No: 337-8573
Fax No: 337-6738

August 24, 2000
Dated, Calcutta, the.....19.....

MESSAGE

I am glad to know that Kandi Raj College has been celebrating its Golden Jubilee and the college authorities will publish a souvenir to mark the conclusion of the year long celebration. I convey my best wishes to all the members and the staff on the occasion.

(Hirak Ghosh)
Principal Secretary

The Principal,
Kandi Raj College,
Kandi,
Murshidabad

স্বাগত ভাষণ

অধ্যক্ষ অনঘ সান্যাল

সম্মানীয় আমন্ত্রিত সুধিগণ,

কান্দি রাজ কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব কলেজের ঐতিহ্যের উৎসব। শিক্ষাতীর্থের এই উৎসবে যোগ দিতে এবং সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে আমি সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্মস্থানে এই ঐতিহ্যবাহী মহাবিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়ে যোগ দিয়েছিলাম আগ্রহ শঙ্কা এবং সর্বোপরি পরম শ্রদ্ধা নিয়ে। পঞ্চাশ বছর আগে ঐই মহাবিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে কান্দির রাজপরিবারের দান ও কান্দির বিদ্যোৎসাহী মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ভোলার নয়। এই মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কান্দি রাজপরিবারের অভিজাত, সম্ভ্রান্ত, অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, বিদ্যানুরাগী, সুপন্ডিত যে ব্যক্তির কথা আজও সকলে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করেন তিনি হলেন স্বর্গীয়, বিমলচন্দ্র সিংহ। কান্দির রাজ পরিবারের হাতে গড়া কান্দি রাজ হাইস্কুলেরই পাঁচটি কক্ষে ১৯৫০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কান্দি মহকুমার প্রথম মহাবিদ্যালয় রূপে যার সূচনা তা আজ অনেক বেড়েছে, বেড়েছে তার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা। এই বিস্তার লাভে সরকারের আর্থিক সহায়তা-ও ছিল অকৃপন।

প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রলাল দাসের দক্ষতা ও সুনিপুণ পরিচালনায় এই মহাবিদ্যালয় ক্রমশঃই উন্নতির পথে প্রসারিত হতে থাকে।

পঞ্চাশ বছর পরে আজ এই মহাবিদ্যালয় তার পূর্ণতার কলস অনেকখানি ভরিয়ে তুললেও তার গতিপথ আর পাঁচটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতই যতটা মসৃন হওয়া উচিত ততটা নয় তবুও এই সংকটের মধ্যেও সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলো বিষয়ের পঠন পাঠনের সুযোগ করে দিয়েছেন। পঞ্চাশ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই মহাবিদ্যালয় শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়েছে। বহু কৃতী ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গৌরব বৃদ্ধি করেছে এই মহাবিদ্যালয়ের। মহাবিদ্যালয়ের উন্নতিতে পরিচালক সমিতির সভাপতির উদ্যোগ ও প্রচেষ্ঠা আমাকে নানাভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে। পঠন-পাঠনের পরিধি আজ এখানে অনেকটাই বিস্তৃত।

আজকের এই উৎসবে আমি এই মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। তাঁদের উপস্থিতি আমাদের প্রেরণা জোগাবে। এই মহাবিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি বিকাশে তাঁদের সহযোগিতা আমাদের উদ্বুদ্ করবে। উচ্চশিক্ষার গতি-প্রকৃতি এবং তার সম্ভাবনা ও সমাধানের আলোচনা আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে আরো বেশী করে উন্মুক্ত করবে, এই আশা রাখি। সকলকে সশ্রদ্ ও আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাই।

কান্দী রাজ কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সমিতির সম্পাদকের প্রতিবেদন

" এস কর্মী এস' জ্ঞানী, এস' জন কল্যানধ্যানী,
এস তাপস রাজ হে !
এস' হে ধীশক্তি সম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।"

কান্দী রাজ কলেজের সূবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপনের শুভলগ্নে কান্দীরাজ কলেজের সমস্ত প্রাক্তন ও নবীন ছাত্রছাত্রী, সমস্ত শুভানুধ্যায়ী শিক্ষা দরদী সুধীবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও হার্দিক অভিনন্দন জানাই। শুভ জন্মলগ্নের পর থেকেই এই মহাবিদ্যালয় এই অঞ্চলের শিক্ষাকামী ও শিক্ষাপ্রেমী জনসাধারণের বহু আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা পূরণে সামগ্রিক না হলেও অনেকাংশেই সফল হয়েছে। এই মহাবিদ্যালয়কে বর্তমান অবস্থায় আসতে গিয়ে একে একে অনেক বাধা বিপত্তি, বন্ধুর ও মসৃন পথের আঁচড় সহ্য করতে হয়েছে। অর্দ্ধশতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী এই মহাবিদ্যালয়ের বিশাল মহীরুহ অবস্থা কান্দীর জনসাধারণের আন্তরিক প্রয়াসের সার্থক বিকাশ, এতে কোনও সন্দেহ নাই, আর এই মহাবিদ্যালয়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপনই সূবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের মূল লক্ষ্য।

আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেনীর স্মৃতি বিজড়িত কান্দী শহরে ১৯৫০ সালের ৪ ঠা সেপ্টেম্বর যে মহাবিদ্যালয়-শিশুর জন্ম হয়েছিল গুটিকতক ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানই আজ তিনহাজারেরও অধিক ছাত্র-ছাত্রীর পঠন পাঠনের যোগ্য শিক্ষালয়ে পরিণত হয়েছে। এছাড়া এর কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মানোন্নয়নের ধারাও অব্যাহত রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে সম্মানিক (অনার্স) পড়ার সুযোগ পেয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে অনেকেই সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগ্য মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এই মহাবিদ্যালয়কে মহিমময় করে তুলেছে। গত দু'বৎসরের ইতিহাসে জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, শারীর বিদ্যা, ভূগোল ও শারীর শিক্ষার সংযোজন পঠন পাঠনের মানকে নিঃসন্দেহে বৈচিত্রমুখী করে তুলেছে।

এত সাফল্যের মাঝেও কিছু জিজ্ঞাসাচিহ্ন আত্ম-তুষ্টির পথকে গতিরূদ্ধ করে। চিরদিনই শিক্ষকতা এক সুমহান বৃত্তি হিসাবেই পরিগণিত হয়েছে কিন্তু আজ প্রশ্ন এসেছে শিক্ষকরা এর প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল। যে পঠন পাঠন দাতা-গ্রহীতার পারস্পরিক আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভালবাসার সম্পর্কে গড়া তা যেন আজ কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছে। অনেক সময় সন্দেহ হয় শিক্ষা কি নিছকই 'পণ্যে' পরিণত হতে চলেছে ? আর্থিক প্রত্যাশা পূরণ ও জীবিকার নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু শিক্ষকদের মধ্যে যে শিক্ষাদানে অনীহা প্রকাশ পাচ্ছে তার পরিনাম কি ভয়াবহ নয় ? সমাজের প্রতি শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা হ'ল সুশিক্ষার আলোকে সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা, প্রতিশ্রুতমান ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করা, যুগোপযোগী শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা। এটা সত্য এ যুগে অনেক ছাত্র-ছাত্রীই নানান সমস্যায় পীড়িত, ভবিষ্যৎ জীবিকার অনিয়শ্চয়তা অনেককেই শিক্ষাগ্রহণে অনাসক্ত করে তোলে। এটাও অনিস্বীকার্য অনেক শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামোগত ত্রুটি শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশকে ব্যাহত করে যা এই মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সঠিক শিক্ষার বিকাশের জন্য যে গবেষণাগার

পতাকা উত্তোলন
অধ্যক্ষ, কান্দী রাজ কলেজ
৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
সবারে করি আহ্বান

গ্রন্থাগার ও যথেষ্ঠ সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন সে ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই। তবে এটা জোরের সংঙ্গে বলতে পারি সামগ্রিক প্রত্যাশা পূর্ণ না হলেও পশ্চিমবঙ্গের অনেক সুপরিচিত মহাবিদ্যালয়ের সমকক্ষতা কান্দী রাজ মহাবিদ্যালয় দাবী করতে পারে।

আজ ৫০ বৎসর পূর্তির শুভলগ্নে আমাদের শিক্ষালয় ভবিষ্যতের পথ পরিক্রমায় বিশ্ববিদ্যাতীর্থে পরিণত হোক, সবার অন্তরে ধ্বণিত হোক —

"বিশ্ব — বিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ কর' মহোজ্জ্বল আজ হে,
বরপুত্রসংখ বিরাজ' হে।"

অধ্যাপক পঞ্চানন পাল
সম্পাদক
সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি সমিতি
কান্দী রাজ কলেজ

KANDI RAJ COLLEGE : ITS CRADLE AND CRAWL

Founded on September 4, 1950 in a portion of Kandi Raj High School Building. The college is continuing to live up to its glorious tradition and preparing the Students to meet the Challenges of the new millennium.

THE FIRST GOVERNING BODY :

1. Kumar Arun Chandra Sinha — President
2. Lt. Col. S. C. Ghosh Maulik, M. Sc. B. L. — Vice President
3. Kumar Jagadish Chandra Sinha, B. A.
4. Kumar Amaresh Chandra Sinha, M. A. B. L.
5. Kumar Brindaban Chandra Sinha, M. A. B. L.
6. Sri Girija Kishore Ghosh — Secretary
7. Sri Kamalkrishna Adhikari, M. A. B. L.
8. Sri Bibhuti Bhusam Sinha, B. L.
9. Sri Kalipada Dutta, B. L.
10. Sri Tarapada Boral, M. A., Headmaster (Kandi Raj High School)
11. The principal of the College.

12 & 13. Representatives of the Teaching Staff

COURSES OF STUDY :

I. A.	English, Bengali (Vernacular), History, Civice, Logic, Sanskrit and Mathematices.
I. Sc.	English, Bengali (Vernacular), Physics, Chemistry and Mathematics.

ROLL STRENGTH OF STUDENTS ADMITTED :

1950	Started with 7 students, and then only 26 students were admitted.					
1951	Classes started with 63 students.					
1952	70 students were admitted.					
1953	First appeared at the Final Examination					
	I. A. 19 students appeared			**I. Sc. 26 students appeared**		
	Passed in Div.	I	(1)	Passed in Div.	I	(3)
	Passed in Div.	II	(3)	Passed in Div.	II	(12)
	Passed in Div.	III	(3)	Passed in Div.	III	Nill
1954	Passed	.....	15 out of 22 sent up	.....		I. A.
	Passed	.....	18 out of 31 sent up	.....		I. Sc.

The number of students gradually increased and in the year 1954-55 it was 146 and in the next year the number rose to 221.

STRUCTURE OF FEES :

Tuition Fee (I. A. Class)	.....	Rs. 6/- per month
Tuition Fee (I. Sc. Class)	.....	Rs. 8/- per month
Punkha Fee	.....	Re. 1/- per year
Athletics, etc.	.....	Rs. 4/- per year
Union Membership Fee	.....	Rs. 1/- per year

TEACHING STAFF :

11 qualified and competent teachers in different subjects were there when I. A. and I. Sc. Classes started.

FIRST PRINCIPAL OF THE COLLEGE : Dr. D. L. Das, M. A., Ph. D. (1950 – 1969)

OFFICE STAFF :

1. Sri Nirmal Adhikari (Clerk)
2. Sri Prabhakar Chakraborty (Peon)
3. Sri Pulin Behari Das (Peon)

LIBRARY :

The library started in the office room with only 27 books and within a few years it took a modest shape. About 500 valuable books and three almirahs were donated to the college library by kumar Bimal Chandra Sinha. The Library room was built up with financial assistance of the Government.

HOSTELS :

There were three Hostels, two for Hindu Boys and one for Muslim Boys. All the three buildings were taken on rent and the total rent amounted to Rs. 175/- per month. The total number of boarders in the three Hostels was 55 at that time. The boarders used to get a monthly stipend of Rs. 5 /- each from the Government.

FUNDS AND ACCOMMODATION :

A Reserved Fund of Rs. 10,000/- was built out of donations made by the Kandi Raj School Endowed Estate. The trustees played a very significant role in developing the College in its formative stage. About 2 bighas and 5 Kottahs of land, besides a one-storeyed building comprising of five rooms was handed over to the College by the school Endowed Estate and this was possible for the initiative taken by the kandi Raj Family.

In 1950-51 the first floor of the building was constructed out of a grant of Rs. 80,000/- received from the Government for building furniture, etc. Laboratories were constructed on the first floor in addition to one class room.

These laboratories were later on shifted to new buildings constructed out of grants received from the state Government and U. G. C. A grant of Rs. 50,000/- was released by the Government for construction of class rooms.

There were 9 girls students in 1954 (as revealed from a report of the inspection made by the education Directorate, Govt. of West Bengal) and as they had no separate Common Room for them, they were allowed to use the anexe of the Principal's room on the ground floor.

DEVELOPMENT OF THE COLLEGE :

Under the able leadership of the Founder Principal Dr. D. L. Das and good and enthusiastic management of the College by the authorities the College started developing very rapidly, and within a period of only 7 or 8 years of its start B. Sc. Course was introduced. The laboratories were developed, the library was enriched with valuable books, class rooms were constructed. The number of students from adjoining areas started increasing and the College soon emerged as a prestigious institution of this district. The College boasts of producting a good number of brilliant students who are now established in different walks of life. The College has achieved remarkable success during the span of last fifty years and, let us hope the next fifty years will see the college progress and keep up with the fast changing educational scenario.

শিক্ষার বাজারীকরণ ও মনোহনন।

শ্রী বিদিত কুমার দাস,
(প্রাক্তন অধ্যাপক)

শিক্ষা ও সমাজের সম্পর্ক নিবিড়। সৃজনশীল শিক্ষাকে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। সমাজ এক সচল ভারসাম্য — গতি ও স্থিতির ভারসাম্য, শৃঙ্খলা ও প্রগতির সমন্বয়, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিথষ্ক্রিয়া। সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষারও ঋতুবদল ঘটে। গতিশীল সমাজব্যবস্থায় সাবেকী শিক্ষাদর্শণ ও শিক্ষাপদ্ধতি অসম বিকাশ জনিত সমস্যার সৃষ্টি করে।

আধুনিক যুগে শিক্ষা এ উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন। একদিকে শিক্ষা ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। শিক্ষাই পূর্বপুরুষের সারস্বত সাধনাকে উত্তরপুরুষে বহন করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে শিক্ষাকে যুগোপযোগী বিজ্ঞান - ভিত্তিক হতে হবে, প্রযুক্তিবিদ্যার সার্থক প্রয়োগে বিদ্যার পরিধিকে বাড়াতে হবে। অর্থাৎ একটা ঈপ্সিত ভারসাম্য খুঁজে বের করতে হবে যেখানে ঐতিহ্য-মণ্ডিত মূল্যবোধের সঙ্গে মুক্ত মননের ও বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার কোন বিরোধ বা অসঙ্গতি থাকবে না।

বিশ্বায়নের নামে একটা আত্মঘাতী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আধুনিকীকরণ মানেই ঐতিহ্যের উন্মূলন, ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীন্য এবং মানবিক মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সতর্কবানী স্মতর্ব্য: গঙ্গোত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলে প্রাণগঙ্গা শুকিয়ে যাবে, দেশ থাকবে বটে কিন্তু দেশের মাটিতে রস থাকবে না। যে দেশের অতীত নেই তার ভবিষ্যৎ নেই। অতীত নেই মানে অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র নেই। ভবিষ্যৎ নেই মানে নব নব উন্মেষশালিনী সংস্কৃতি নেই। যোগসূত্র ছিন্ন করা চলবে না।"

প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে শেষ কথা নয়। তথ্য বিদ্যা নয়, বিদ্যা বিজ্ঞতা নয়। "I know the better but do the worse" — এ জগতে জ্ঞান-পাপীর অভাব নেই। ড্রয়িংরুম-গুহামানবের দল বিদ্যাকে বিজ্ঞতায় পরিণত করতে পারে নি তাই পাশ্চাত্যে শিক্ষার মানবীকরণ প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। "শিক্ষা এক ধরনের বিনিয়োগ" — শিক্ষার এই অর্থনৈতিক মূল্যায়ন শিক্ষার স্বরূপকে বিকৃতি করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "পরিপূর্ণ মানুষ হবার অপরিমিত আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে রাখবার জন্য শিক্ষা।" শিক্ষার দুটি লক্ষ্য: জীবিকার লক্ষ্য ও জীবনের লক্ষ্য। বাঁচার জন্যে চাই জীবিকার শিক্ষা, পরিপূর্ণ-জীবনচর্যার জন্য চাই জীবনের শিক্ষা। এক্ষেত্রে শিক্ষা বিনিয়োগ নয়, অন্তর্দীপন। শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হল ছাত্র-শিক্ষকের মধুর-সম্পর্ক। এটি কোন Cash-nexus দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। শিক্ষক বিক্রেতা এবং ছাত্র ক্রেতা — এ বিশ্লেষণে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের একাত্মবোধ নেই। অথচ এই একাত্মবোধই ব্যক্তিত্বের সূতিকাগার। সেখানে মানসিক ঐক্যবোধ নেই সেখানে শিক্ষক-ছাত্রদের পারস্পরিক আচরণ কৃত্রিম হতে বাধ্য।

মার্কস আক্ষেপের সুরে বলেছেন, পুঁজিবাদী সমাজে মানবিক সম্পর্ক পণ্যে পরিণত হয়। মানবিক সম্পর্কের স্বত:মূল্য পণ্যের বিনিময় মূল্যে পরিণত হয়। Commodity Fetishism-এর প্রাবল্যে স্রষ্টা তার সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শিক্ষক শিক্ষকতায় আনন্দ পান না, ছাত্ররা অধ্যয়নে ক্লান্তি বোধ করে। আজ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এই বিচ্ছন্নতার সুরই প্রধান্য লাভ করেছে। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ভূল বোঝাবুঝি, অধ্যয়ন ও

গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিতে কলেজ গ্রন্থাগার

— দেবদাস রায়

আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০০০ কান্দী রাজকলেজের ৫০ বৎসর পূর্ণ হতে চলেছে। সেই সাথে কলেজের গ্রন্থাগারটিও ৫০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। পূর্ব্বে শুধু বিত্তবান ব্যক্তিবাহ নিজস্ব গ্রন্থাগার স্থাপন করতেন সমাজে নিজস্ব মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস তৈয়ারী করা ও ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান - পিপাসা বাড়ান। শিক্ষকের কাজ যেমন শিক্ষা দেওয়া, গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে পুস্তক সরবরাহের দ্বারা সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ করা। কাজেই শিক্ষক ও গ্রন্থাগার পরস্পরের পরিপূরক।

১৯৫০ সালে যখন কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়, তখন মাত্র ২৭ খানি পুস্তক নিয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়। সরকারী অনুদানও পাওয়া যেত না কলেজের নিজস্ব তহবিল হতে প্রতি বৎসর কিছু কিছু পুস্তক 'কেনা হত। পরে কান্দী রাজ বাটী হতে বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয় ৪০০ শত মূল্যবান পুস্তক ও ৫ খানি স্টীলের আলমারী কলেজ গ্রন্থাগারকে দান করেন। তখনকার গ্রন্থাগারিক হরিময় মজুমদার এক সাথে অফিস ও লাইব্রেরীর কাজ করিতেন। গ্রন্থগারের নিজস্ব কোন ভবন ছিল না। দীপকগুপ্ত যখন গ্রন্থাগারিক রুপে কাজে যোগদান করেন তখন গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন তৈয়ারী হয়। সরকারী অনুদাণে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুস্তক কেনা হয়। দীপকবাবু মারা যাওয়ার পর ১৯৪৬ সাল হতে বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ অনঘ স্যানাল মহাশয়ের প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই কেনা হয়। বর্ত্তমানে গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা ৩০,০০০(ত্রিশ) হাজারের উপর। বই ছাড়া মূল্যবান পত্র-পত্রিকা ও কলেজ গ্রন্থাগারে রাখা হচ্ছে। বর্তমান ভবনে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকদের আলাদা আলাদা পাঠকক্ষ। পড়াশুনার পরিবেশও সুন্দর ও সুস্থ। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠের অভ্যাসও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ডঃ রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চ সূত্রের প্রথম সুত্রটি " গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য" বর্ত্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের কথায় " কত নদী সমুদ্র পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো, এখানে এসো এখানে আলোকের জন্ম সংগীত গান হইতেছে। (লাইব্রেরী)

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন

ডঃ বাসুদেব বর্মন, উপাচার্য্য

কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

The College : Its Crown And Glory

The College has largely expanded to-day, the courses of study, books in the Library, equipments in the laboratories, buildings and accommodations, number of students and the teaching and non-teaching staff have all increased.

COURSES OF STUDY :

Higher Secondary (+ 2) General Stream Course :

Bengali, English, History, Philosophy, Political Science, Sanskrit, Economics, Physics, Chemistry, Mathematics, Biology.

B.A. & B.Sc. General Pass Course:

English, Bengali, History, Political Science, Philosophy, Sanskrit, Economics, Geography, Physical Education, Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science, Botany, Zoology, Physiology.

B.A. & B.Sc. Advanced Honours Course :

English, Bengali, History Philosophy, Political Science, Physics, Chemistry, Mathematics.

Teaching & Non-Teaching Posts increased.

Subjects	Posts	Existing
English	5	1
Bengali	5	3
History	4	Nil
Philosophy	4	3
Political Science	3	1
Sanskrit	2	Nil
Economics	4	3
Physics	5	4
Chemistry	6	5
Mathematics	4	1

Subjects	Posts	Existing
Botany	1	1
Zoology	Nil	Nil
Physiology	Nil	Nil
Computer Science	Nil	Nil
Geography	Nil	Nil
Physical Education	Nil	Nil

New Subjects (in which no post has yet been sanctioned) are being taught by competent and qualified part-time lecturers.

Non-teaching posts : 22

Librarian : 1

Number of students (1999 - 2000) .... 1785 Boys, 668 Girls

Fees Structure :

H.S. with Lab based subjects ... Rs. 402/-

H.S. without Lab based subjects ... Rs. 252/-

(At the time of admission, No Tuition fee is charged)

Tuition Fee :

B.A. Pass ... Rs. 20/- B.A. Hons. ... Rs. 25/-

B.Sc. Pass ... Rs. 25/- B.Sc. Hons. ... Rs. 30/-

Pass/Hons. with Computer Science ... Rs. 100/-

For Geography Pass ... Rs. 55/-

Physical Education ... Rs. 100/-

Botany, Zoology & Physiology ... Rs. 100/-

Fees Charged at the time of Admission :

B.A. Pass ... Rs. 356/- B.A. Hons. ... Rs. 401/-

B.Sc. Pass ... Rs. 526/- B.Sc. Hons. ... Rs. 636/-

(Without BIO., COMP. Sc.) (Without BIO., COMP. Sc.)

B.Sc. Pass/Hons. with Comp. Sc./Bio./Physical Education .... Rs. 970/- to 1246/-

(Various according to subject combinations & Lab caution Deposits)

Working Hours :

Monday to Friday	:	10.30 A.M. to 5.15 P.M.
Saturday	:	10.30 A.M. to 2.15 P.M.

HOSTEL : ONE WITH PROVISIONS FOR 66 BOARDERS.

The Governing Body :

1.	Sri Atish Chandra Sinha	..	President
2.	Dr. Bikash Chandra Sinha	..	Member
3.	Prof. Rabindranath Majumdar	..	Member
4.	Mr. Abdul Hamid	..	Member
5.	Sri Biswanath Ghosh	..	Member
6.	Sri Jahar Pan	..	Member
7.	Sri Asish Ray, Chairman, **Kandi Municipality**	..	Member
8.	Prof. Binay Kumar Pal	..	Member
9.	Prof. Panchanan Pal	..	Member
10.	Prof. Santosh Chaudhuri	..	Member
11.	Sri Samiran Sinha	..	Member
12.	Sri Kalobaran Mandal	..	Member
13.	Sri Biplab Sen Gupta **(General Secretary,Students' Union)**	..	Member
14.	Dr. Anagha Sanyal, Principal	..	Secretary

Cultural Activities :

Cultural functions and competitions among the students are organised by the Students' Union. The Students' Union organises games and sports, publishes magazines, etc. Occasionally the College organises cultural functions, seminars exhibitions, etc. with the help of teachers and students. Eminent scholars and educationists are invited and seminars are arranged under the guidance of the teachers.

Sports and Games :

Students participate in Inter-College Games conducted by the Calcutta University. Their performances in the games and sports are praiseworthy.

Affiliation Changed :

The college was affiliated to Calcutta University since its inception, and from 26th April, 1999 the College was affiliated to ~~Calcutta~~ KALYANI University.

Examination Results :

Results are on the whole good. Students get first class Honours in some Subjects. Students of this college do well in the post-graduate level also at Calcutta University.

Part-time Teachers :

Part-time teachers in different subjects are working here with very meagre allowances. They are serving the College with a missionary zeal to fulfil the academic needs of the students; and they genuinely deserve some better pay.

Audit :

The audit of Books of Accounts is almost regular, and has been completed upto 1997-98. The P.F. accounts of staff are being very satisfactorily maintained. This has been possible for the untiring efforts of Prof. S.S. Ganguly, Bursar of the College of Late retired. Retirement benefits to staff are being promptly made available.

Coaching Centre :

A Coaching Centre for Minorities is functioning for competitive Examination with financial assistance and guidance of the UGC. There are 55 such Centres in India, and this College is one of the two such Centres in West Bengal. Another Centre in West Bengal is at Maulana Azad College in Calcutta.

Hopes and Aspirations :

In the next 50 years the College will steadily enter the arena of a new educational scenario, wedded to more scientific and technological methods, and obviously, divorced from the orthodox ideas and conservative approach which enthuse our traditional outlook.

কলেজ উন্নয়নে কলেজ কর্ম্মচারীদের ভূমিকা

— সমীরণ সিংহ, (প্রধান করণিক)

আমাদের এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সালে। কলেজ কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় সেই সময়কার সতীর্থদের কথা। তখন কলেজ অফিসে কর্ম্মরত ছিলেন নির্ম্মল অধিকারী, অতীন্দ্র বড়াল, হরিময় মজুমদার,এবং চতুর্থশ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিলেন পুলিন বিহারী দাস, তারাপদ ঘোষ, প্রভাকর চক্রবর্ত্তী এবং দোলগোবিন্দ বিশ্বাস পদার্থ বিভাগে কান্তি কুমার গাঙ্গুলি এবং রসায়ন বিভাগে অনাদিনাথ ঘোষ ও প্রফুল্লকুমার কুন্ডু। পাহারাদারও ঝাড়ুদার ছিলেন রাধাশ্যাম ঘোষ ও হাটু বায়েন। তখনকার কাজের নির্দিষ্ট কোন পরিসীমা ছিল না সবাইকে সব রকমের কাজ করতে হত। আমার পুরনো সতীর্থ দোল গোবিন্দ ও প্রভাকরদার নিকট জেনেছি যখন কলেজের ঘড় বাড়ী তৈয়ারী হয়, তাহাদিগকে কলেজের কাজ ছাড়াও ইঁট গোনার মালপত্র আনার কাজ করতে হয়েছে। এরজন্য তাহারা কোন পারিশ্রমিক দাবী করে নাই যদিও তাহারা তখন সামান্য বেতন পেতেন। তাহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজেকে কাজের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবদ্ধ করে না রেখে কলেজের উন্নয়নের স্বার্থে আত্মনিয়োগ করেছেন।

তাই আমরা আজকে এই রকম একটা মহাবিদ্যালয় গড়ে ওঠা দেখতে পাচ্ছি। তখনকার দিনে কলেজ কর্ম্মচারীর জন্য সরকার কোন নিয়মাবলী তৈয়ারী করেন নাই, যদিও কোন সরকারী নির্দ্দেশ নামা এসেছিল তাহা কেবল দু-একজনের গোচরেই থাকত। আমি কলেজে কাজে যোগদান করার পরে, Govt. order নামক একটা কথা প্রায়ই শুনতাম। কর্ম্মীদের মধ্যে অনেক কৌতুহল থাকত কিন্তু সাহস করে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারত না। তখনকার কর্ম্মীরা নিজেদের পারিশ্রমিককে বড় করে না দেখে তাদের কাজকে সেবামূলক বলে নিজেদেরকেনিয়োগ করেছেন। বর্তমান সরকার কলেজ কর্ম্মচারীদের ব্যাপারে সরকারী নির্দ্দেশনামা বিভিন্ন সময়ে বাহির করেছেন কর্ম্মচারীদের কাজের একটা নিদির্ষ্ট রুপরেখা ও সময় নির্দিষ্ট করে দিয়াছেন কিন্তু আমার দীর্ঘ ২৯ বৎসর কর্ম্মজীবনে মনে হয়েছে। পূর্ব্বেকার সতীর্থদের মত আমরা নিজেদের কর্তব্য ঠিকমত পালন করতে পারি না।

অনান্য প্রতিষ্ঠানের কাজের চেয়েও আমাদের কাজ অনেক সেবামূলক। বর্ত্তমান অবস্থায় সেই ধ্যান ধারনা থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। বর্ত্তমানে ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্ম্মীদের সমন্বয়ের অভাব পরিকক্ষিত হচ্ছে। কলেজ উন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষা কর্ম্মীদের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। তাই আমাদের ভাববার সময় এসেছে সরকার যখন বর্ত্তমানে আর্থিক সহায়তায় উন্নততর অবস্থায় নিয়ে এসেছেন, আমরা আগের সতীর্থদের কথা চিন্তা করে ভবিষ্যতে সকলের প্রচেষ্টায় এই মহাবিদ্যালয়কে কান্দী মহকুমার একটা আদর্শ মহাবিদ্যালয় গড়ে তুলতে পারি সেই ব্যাপারে সকলকে সচেষ্ট হবার জন্য আবেদন রাখছি।

কান্দী রাজ কলেজে সুবর্ণ জয়ন্তি পূর্তি উৎসবে ছাত্র সংসদের (১৯৯৯ - ২০০০) সংক্ষিপ্ত বক্তব্য —

কান্দি রাজ পরিবার ও কান্দির শিক্ষাণুরাগী মানুষের সহাণুভূতি, আন্তরিকতা মধ্যে যে শিশু জন্মেছিল ১৯৫০ সালের এক শুভ লগ্নে সে আজ পঞ্চাশে পা দেওয়া এক পূর্ণাঙ্গ যুবাপুরুষ। এক মহান শিক্ষা ক্ষেত্র কান্দি রাজ কলেজ। এই পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের কলেজ আলোক-বর্তিকা হাতে নিয়ে কান্দি মহকুমা ও তার নিকটবর্তী গ্রাম - গ্রামাঞ্চলকে আলোয় আলোকময় করার ব্রত নিয়ে ছুটে চলেছে অক্লান্ত সৈনিকের মত। অগণিত মানুষ এই আলোক স্পর্শে পৌঁছেছে উন্নত আলোক বৃত্তে। তাই এই অঞ্চলের মানুষের কাছে আমাদের কলেজ হল আলোয় দিশারী। শিক্ষার প্রসারে সাহায্যের অকুণ্ঠ হাত বাড়িয়েছেন অনেক সনাম ধন্য অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষাণুরাগী মানুষেরা। ছাত্র সংসদও ছাত্রদের স্বার্থে গ্রহন করেছে সঠিক পদক্ষেপ।

সুবর্ণ জয়ন্তি বর্ষে প্রকাশিত পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। শিক্ষার প্রগতি, সংবাদ জীবন ও দেশপ্রেমের আদর্শে দিক্ষিত ছাত্র সংসদ ছাত্রদের বিপুল সমর্থনে সংসদ পরিচালনার দায়িত্ব বহন করে চলেছে। সীমিত পরিকাঠামোই ছাত্রেরা সব সময় চাহিদা মত সাহায্য বা সুযোগ পায় না, যেমন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নানা বিষয়ে অনার্স নিয়ে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তারা। সীমিত পরিকাঠামোর প্রসার ঘটিয়ে এই ধরনের শিক্ষা সঙ্কোচন রধ করে সফল ছাত্র-ছাত্রীকে সকল রকমের সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য ছাত্র সংসদ আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ছাত্র সংসদ পরিচালিত অণুষ্ঠানগুলির মধ্যে পাঠয়ত ছাত্র-ছাত্রী এবং নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নবীন - বরণ উৎসব করা হবে যথা সময়ে ও যথাযথ মর্যাদায়। সুবর্ন-জয়ন্তি বর্ষকে সামনে রেখে ছাত্রসংসদের পত্রিকা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হবে "কান্দি রাজ-কলেজ পত্রিকা।" এছাড়াও থাকবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক সাংস্কৃতিক অণুষ্ঠান ও বাৎসরিক ক্রীড়াণুষ্ঠান।

সুবর্ণ জয়ন্তি উৎসব অণুষ্ঠানে আগত সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং পাঠরত ও নবাগত ছাত্র -ছাত্রীদের ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে জানায় গৈরিক অভিনন্দন।

পরিশেষে এই অণুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গ -সুন্দর করে তুলতে ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে সকলের কাছে আবেদন জানায়।

গৈরিক অভিনন্দন সহ,

তাং ২৬.৮.২০০০

বিপ্লব সেনগুপ্ত — সাধারণ সম্পাদক

কান্দী রাজ কলেজ ছাত্রসংসদ

কান্দী রাজ কলেজের অগ্রগতির ধারা—

— অধ্যাপক বিনয় কুমার পাল

স্বাধীনতার কালে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্ঞান বিতরনের ক্ষেত্রে যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে কান্দী রাজ কলেজ তাদের মধ্যে অন্যতম। বিদগ্ধ শিক্ষক বৃন্দের পাদস্পর্শের সান্নিধ্যে অগণিত ছাত্রছাত্রী ধন্য হয়েছেন এবং অসংখ্য সকল ছাত্রছাত্রী স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জ্ঞান তাপস শিক্ষক বৃন্দের অমোঘ বাণী শত সহস্র ছাত্র ছাত্রীদের হৃদয় আজও অণুরণিত।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাত্র ৬১ জন ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কান্দী রাজ কলেজের জয়যাত্রা শুরু হয়। প্রথম দিকে এই কলেজে Intermediate Course প্রবর্তিত হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে (Session) পশ্চিমবঙ্গ সরকার একে Government Sponsored কলেজের মর্যাদা দেন এবং University Grants Commission এর পরিকল্পনা অণুসারে এখানে তিন বছরের স্নাতক কোর্স প্রবর্তনের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ধীরে ধীরে এই কলেজের কলেবর বৃদ্ধিপায়। ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক পর্যায়ে প্রথম পাঠদান শুরু হয়। ১৯৫৯-৬০ শিক্ষাবর্ষে দর্শন শাস্ত্রে ও ইংরেজী সাহিত্যে সাম্মানিক পাঠক্রম, ১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে অর্থনীতি, গণিত, ইতিহাসে সাম্মানিক পাঠক্রম এবং ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাভাষা সাহিত্য ও রসায়ন শাস্ত্রের সাম্মানিক পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়। পরবর্ত্তীকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানে (১৯৯৬) সাম্মানিক পাঠক্রমে পাঠাদান শুরু হয়।

কলেজের পরিচালক সমিতির প্রথম সভাপতি স্বর্গীয় কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ এবং প্রথম অধ্যক্ষ স্বর্গীয় ডঃ ধীরেন্দ্রলাল দাস এর সুযোগ্য নেতৃত্বে কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যাত্রাশুরু হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কান্দী রাজ পরিবারের বদান্যতায়। পরবর্তীকালে রাজ পরিবারের সদস্য স্বঃ কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ, স্বঃ কুমার বৃন্দাবন চন্দ্র সিংহ এবং স্বঃ কুমার জগদীশ চন্দ্র সিংহের পৃষ্ঠ পোষকতায় এবং শ্রী গিরিজা কিশোর ঘোষ এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কান্দী মহকুমার তৎকালীন একমাত্র কলেজের শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাঁদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রথম কলেজ সমাবর্তন উৎসবে শ্রীযুক্ত প্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায় বার এট্-ল সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এবং ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের রজত জয়ন্তী উৎসবে কোলকাতা উচ্চ আদালতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রী শঙ্কর প্রসাদ মিত্র বার-এট্-ল এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সহ উপাচার্য ডঃ পি. কে. বসু এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে পদার্পন করেন

এবং যথাক্রমে অণুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহন করেন। তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বঃ কিরণ চন্দ্র দাসের (প্রাক্তন সহ অধ্যাপক বি. ই. কলেজ, হাওড়া) উদ্যোগে ঐ উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। কান্দীর অগণিত ছাত্র ছাত্রী ও বুদ্ধিজীবী মহল তাঁদের সারগর্ভ ভাষনে ও বিরল সান্নিধ্যে অভিভূত হন।

এই কলেজের বর্তমান পরিচালন সমিতির সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বিরোধী দলনেতা শ্রী অতীশচন্দ্র সিংহ এবং অন্যতম সদস্য কোলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট তথা নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এবং ভাবা পরমাণু গবেষনা কেন্দ্রের ডিরেক্টর প্রোথিতযশা বিজ্ঞানী ডঃ বিকাশচন্দ্র সিংহ কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। প্রাতঃ স্মরণীয় অসাধারণ পুরুষ সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতি বিজড়িত কান্দী শহরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কর্মকান্ডে নিজেকে একান্তভাবে যুক্ত করে কর্মবীর অতীশচন্দ্র সিংহ নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। তিনি ও কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ অনঘ সান্যাল নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেন। এদের সম্মিলিত উদ্যোগে ১৯৯৮ - ৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে উদ্ভিদবিদ্যা (Botany), প্রাণিবিদ্যা (Zoology), শারীর বিদ্যা (Physiology), ভূগোল (Geography), কম্প্যুটর বিজ্ঞান (Computer Science) ও শারীর শিক্ষা (Physical education) বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুমোদন পায়। একসঙ্গে ৬টি পরীক্ষাগার ভিত্তিক বিষয়ের পাঠদানের অণুমতি লাভ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। আধুনিক বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির যুগে এটা একটা বলিষ্ট পদক্ষেপ। এই সকল পাঠক্রম শেষে উত্তীর্ন ছাত্রছাত্রীদের কর্মক্ষেত্রের দিগন্ত আরও প্রসারিত হবে। এ ছাড়াও বর্তমান অধ্যক্ষের উদ্যোগে এই কলেজে কয়েক বছর পূর্বে U.G.C. Minority Coaching Centre চালু হয়েছে। যেখানে উৎসুক ছাত্র ছাত্রী ও অন্যান্য প্রার্থী প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে।

কলেজের শান্ত পরিবেশে পাঠদান সম্পন্ন হয় এবং শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের ভিতর সম্পর্ক মধুর। উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষা ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত পরীক্ষার সাফল্যের হারের তুলনায় এই কলেজের উত্তীর্ন ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের হার কম হলেও গুণগত বিচারে এই কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। বেশ কয়েক বছর আমাদের কলেজের ছাত্র ছাত্রী উঃ মাঃ পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আমাদের ছাত্র অশোক ধর আটের দশকের প্রথমে বি.এস.সি অনার্সের গণিত শাস্ত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং পরবর্তী কালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এস.সি পাশ করে বর্তমানে হাওড়ার শিবপুরে বি.ই. কলেজের গণিত বিভাগে (Asst. Professor) সহ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছে। গত বছর নব প্রবর্তিত বি.এস.সি পদার্থ বিদ্যার অনার্সের ছাত্র বানু দত্ত Part–I পরীক্ষায় ৩০০ এর ভিতর ২৭০ নম্বর পেয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম

স্থান অধিকার করে কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এ ছাড়াও কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের পাস ও অনার্সের কিছু ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন সময়ে অতীব সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ন হয়েছে। খেলা ধূলায় আমাদের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক অর্জন করেছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জেলা ও রাজ্যস্তরে আমাদের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ন হয়েছে।

বর্তমানে এই কলেজে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার এবং কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ মিলে ১৬টি বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা চালু আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেক বিভাগে স্থায়ী অধ্যাপকের পদ এখনও শূন্য। এর ফলে অনেক ক্লাস ঠিক মত হয় না। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে হতাশার ভাব এসেছে এবং অনেকে ক্লাসে অণুপস্থিত থাকে। এই অবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আলোচনা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীরা আবার পাঠে একান্ত চিত্তে মনোনিবেশ করতে পারে। কলেজ প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালনের শুভ মুহূর্তে সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষা কর্মীবৃন্দদের আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে কলেজকে আরও উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার শপথ নেওয়া উচিত। সম্মিলিত চেষ্টা ও যত্নে গড়ে উঠা এই কলেজের ঐতিহ্যের প্রসার ও প্রকর্ষ অব্যাহত থাকুক এটাই আমাদের প্রার্থনা হোক।

College Profile

1. Name of the College	:	KANDI RAJ COLLEGE
2. Address	:	P.O. Kandi, Dist, Murshidabad. PIN : 742 137
3. Telephone Number	:	(STD 03484) 55 - 230.
4. Year of Establishment	:	4th September, 1950.
5. Affiliating University	:	Kalyani University
6. Streams (Courses of Study)	:	Arts and Science.
7. Shift	:	Day Shift only.
8. Subjects taught at the Undergraduate Degree Level	:	Bengali (Hons.) English (Hons.) History (Hons.) Philosophy (Hons.) Political Science (Hons.) Economics (Hons.) Sanskrit (Pass.) Geography (Pass) Physical Education (Pass) Computer Science (Pass.) Physics (Hons.) Chemistry (Hons.) Mathematics (Hons.) Botany (Pass.) Zoology (Pass.) Physiology (Pass.).
9. Hostel Facilities	:	For Boys only (one)
10. Total Area of the College campus	:	2½ Bighas
11. Number of Students in the College	:	Boys ..... 1785 Girls 668

12.	Number of Teaching & Non-Teaching Staff in the College	:	Teachers (Whole-Time)	22
		:	Teachers (Part-Time)	22
			Non - Teaching	23
			Non - Teaching (Casual)	7
13.	Number of Books in the Library	:	30,771	
14.	Number of Reading Rooms	:	For Boys	1
			For Girls	1
15.	Number of Laboratories	:	Botany	(1)
			Zoology	(1)
			Physiology	(1)
			Geography	(1)
			Physical Education	(3)
			Computer Science	(1)
			Physics	(5)
			Chemistry	(4)
16.	Number of Gas Plant	:	One	
17.	Number of Gymnasium	:	One	
18.	Number of Canteens	:	One	
19.	Number of Common Room	:	For Teachers	2
			For Boys	1
			For Girls	1
20.	Number of Class Rooms	:	22 (Halls 3)	
21.	Other Activity	:	Coaching Centre for Minorities (WBCS, PSC Clerkship, UPSC, Railway, etc.). Sponsored by UGC.	
22.	Most Acute Problem	:	Shortage of Staff.	

========== X ==========